দৈনিক সংবাদ
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮
NOV 1 1 2002

সম্পাদকীয়

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়

দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তথা সরকার অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০। সর্বশেষ যে বিশ্ববিদ্যালয়টি সরকারের অনুমোদন পেয়েছে, তার নাম স্টেট ইউনিভারসিটি। তবে কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে না আছে লেখাপড়ার উপকরণ, না আছে যোগ্য শিক্ষক। পত্রিকায় বাহারি বিজ্ঞাপন দিয়ে এরা শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে। আর দেশে যেহেতু প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে বেরিয়ে আসে, সেহেতু গুটিকয় পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে তাদের ঠাঁই হয় না। ফলে তারা এসব নাম সর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে বাধ্য হয়।

এ কথা ঠিক যে, কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে সুখ্যাতি অর্জন করেছে এবং বহু মেধাবী শিক্ষার্থীকে তারা আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার মান রক্ষায়ও সচেষ্ট। বাকি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা খুবই নাজুক। বর্তমানে ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দু'একটি ছাড়া কারোরই নিজস্ব ভবন ও ক্যাম্পাস নেই। ভাড়া করা বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চলছে। কেবল ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায়ই এ ধরনের ডর্জনখানেক বিশ্ববিদ্যালয় ও কয়েক ডজন কলেজ চলছে ভাড়া করা বাড়িতে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। এখানে জ্ঞান ও ধ্যানের সম্মিলন হওয়া চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম চাহিদা যথা লাইব্রেরি, কমনরুম, ল্যাব ও মুক্ত প্রাঙ্গণ থাকা অপরিহার্য; কিন্তু ভাড়া বাড়িতে তা সম্ভব নয়। সম্প্রতি নর্থ-সাউথ ইউনিভারসিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন আহমদও অনুরূপ প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন, 'ব্যস্ততম বাণিজ্যিক বা আবাসিক এলাকায় ভাড়া বাড়িতে মুক্তাঙ্গনের অনুপস্থিতি এবং সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি সুবিধা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অসম্পূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- এটি কেবলমাত্র সার্টিফিকেট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন যা আছে, তা সবই মেনে চলা উচিত।'

মোট কথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা গ্রহণযোগ্য মান রক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা উচিত। অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখা যাচ্ছে সার্বক্ষণিক শিক্ষকের চেয়ে খন্ডকালীন শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। এ খন্ডকালীন শিক্ষকরা আবার কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বক্ষণিক শিক্ষক। একই সঙ্গে একই ব্যক্তি কিভাবে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারেন। এসব প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এবং তার সদুত্তরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উচ্চহারে বেতন ও অন্যান্য ভাতা নেয়া হয়। তার বিনিময়ে তাদের লেখাপড়ার উপযুক্ত উপকরণ, নিয়মিত পাঠদান ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মাঝেমধ্যে পত্রিকায় দেখা যায়, নিয়মিত ক্লাস না হওয়া বা শিক্ষক না থাকার কারণে কোন কোন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনও করছে। আবার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপেও অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়। সব ব্যাপারেই একটা তদারকি থাকা প্রয়োজন।

আরেকটি কথা, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য বিদ্যা ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয়া হলেও উপেক্ষা করা হয় সামাজিক বিজ্ঞান, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ কিংবা তার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কেও সামান্যই পড়ানো হয়। বলা হয় বহির্বিশ্বে এগুলোর নাকি কদর নেই। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কি শুধুই বাণিজ্যনির্ভর হবে? বাণিজ্যের বাইরের জ্ঞান-রাজ্যে কি তার কোনই প্রবেশাধিকার নেই?